সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৪০তম বর্ষ ■ দ্বিতীয় সংখ্যা ■ জ্যৈষ্ঠ-১৪২৪ ■ পৃষ্ঠা ৮

২ বগুড়ার সোনাতলায় সরিষা প্রদর্শনী.....

৩ রাজশাহীতে তুলা চাষ সম্ভাবনা....

৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জের মতিউরের মনামিনা....

৬ কৃষি সচিব মহোদয়ের সাথে.....

৭ চাঁপাইনবাবগঞ্জে দিনদিন জনপ্রিয় .....

রাজধানীতে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী/২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ আয়োজিত হয়েছে। রাজধানীর ফার্মগেটে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ১৬-১৮ জুন তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি বলেন, আমাদের আগে যে খাদ্যের অভাব ছিল, তা এখন আর নেই। আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, কর্ষিত জমির পরিমাণ কমেছে। তারপরও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আগে ফলসহ বিভিন্ন ফসলের স্টক বিদেশ থেকে আনা হতো এখন আমরা নিজেরাই তৈরি করছি। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে। খাদ্যে পুষ্টির বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার কথা উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদের (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ঝালকাঠিতে কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন করেছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

–নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

ঝালকাঠিতে কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু গত ২৬ মে ২০১৭ তারিখে ঝালকাঠির শিশুপার্কে দুই দিনের কৃষি ও প্রযুক্তি মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এ দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ করেছেন। অথচ বিভিন্ন সরকারের আমলে সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়ার কারণে তখন (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ জনাব মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

গত ০৬-০৭ মে ২০১৭ তারিখে সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, জেলরোড, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ দিনব্যাপী সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭। কৃষিবিদ ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে (৮ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বগুড়ার সোনাতলায় সরিষা প্রদর্শনী এবং আইএফএমসি মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

৩ জুন ২০১৭ বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার উত্তর বায়রায় চাষি পর্যায়ে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় সরিষা প্রদর্শনী এবং সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য (বগুড়া-১) বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোহাঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনাতলা, বগুড়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: সালাহ উদ্দিন সরদার।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগে সারের মূল্য ছিল আশি টাকার বেশি এবং সারের জন্য কৃষককে হত্যা করা হয়েছিল। তিন দফা সারের মূল্য কমিয়ে কৃষকের হাতের নাগালে নিয়ে আসা হয়েছে। দেশে এখন কোথাও সারের কৃত্রিম সংকট নেই। বরং সার এখন কৃষককেই খোঁজে। কৃষকের হাতের নাগালের মধ্যেই আছে বীজ, সার, কীটনাশকের মতো কৃষি উপকরণগুলো। তিনি আরও বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনা একটি দৃষ্টান্ত। তিনি কৃষকদের আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কৃষক মিডিয়াকর্মী এবং কৃষিবিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়ার সোনাতলায় সরিষা প্রদর্শনী এবং আইএফএমসি মাঠদিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, এমপি

সুনামগঞ্জে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশীদ, কৃতসা, সিলেট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় গত ২০/০৫/২০১৭ খ্রিঃ সুনামগঞ্জ নগরীর সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, এমপি। সভাপতিত্ব করেন শেখ রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশের আবাদি জমির পাশাপাশি অনাবাদি জমি চাষে উদ্যোগী করতে সরকার কৃষকদের মধ্যে সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছেন। সুনামগঞ্জ জেলার সব জমি চাষের আওতায় আনতে হলে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করেই তা একমাত্র সম্ভব বলে তিনি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

সুনামগঞ্জে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

কৃষি প্রযুক্তি মেলার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কৃষিবিদ জনাব মো. জাহেদুল হক, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব কে এম বদরুল হক, উপজেলা কৃষি অফিসার, ছাতক, সুনামগঞ্জ। কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে মেলার শুরুতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি, যা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করে মেলা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এ মেলায় সরকারি বেসরকারি প্রায় অর্ধশতাধিক স্টল অংশগ্রহণ করে।

ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের কর্মশালা

–কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের খুলনা ও যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালা গত ২৯ মে ২০১৭ সকাল ৯টায় খুলনার দৌলতপুরের ডিএই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি খুলনার আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ অশোক কুমার হালদার এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডিএই যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ চণ্ডীদাস কণ্ডু ও প্রকল্পের ডিপিডি কৃষিবিদ জেবুন্নেসা জাবেদুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পরিচালক খুলনা কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহন কুমার ঘোষ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার বলেন, শস্য বিন্যাসে একটা ডাল ফসল থাকলে মাটির গুণাগুণ উন্নত হয়। ডাল, তেল ও পেঁয়াজের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে এর ঘাটতি মেটানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, কৃষক পর্যায়ে এসব ফসলের ভালো বীজ উৎপাদন করলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কৃষকদের বীজ কার্ড প্রদান করবে। অন্যদের মধ্যে খুলনার দিঘলিয়ার আড়ংঘাটার ডালচাষি মেজবাউল আলম ও মৌচাষি এবাদত আনসারী বীজ (৬ নং পৃষ্ঠা ২ কলাম)

খুলনায় চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

রাজশাহীতে তুলা চাষ সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীতে তুলা চাষ সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. ফরিদ উদ্দিন

৩-৪ জুন ২০১৭ রাজশাহীর বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হলরুমে সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১) আয়োজনে বরেন্দ্র অঞ্চলে তুলা চাষের সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. ফরিদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মো. হেলাল মাহমুদ শরীফ। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবুল কাশেম এবং কৃষিবিদ মো. আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সারা বিশ্বে তুলা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আঁশ জাতীয় ফসল। তুলার আঁশ বস্ত্রকলগুলোতে সুতা তৈরির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলাবীজ হতে তেল ও খৈল পাওয়া যায়। তুলাবীজ থেকে প্রাপ্ত পরিশোধিত তেল ভোজ্যতেল ও অপরিশোধিত তেল সাবান তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলাবীজের খৈল গবাদিপশু ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলার সাথে সাথী ফসল হিসেবে বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করা যায়। রিলে ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, মরিচ, পটোল, আখ ফসলের সাথে তুলা চাষ করা যায়। বিভিন্ন ফল বাগান যেমন- কলা, পেঁপে, আনারস, আম বাগানে প্রতি বছর আন্তঃফসল হিসেবে তুলা চাষ করা হয়। এ ছাড়া মুগডাল, ভুট্টা, আলু, গম ও উচ্চমূল্যের শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করে শস্যবিন্যাস প্রবর্তন করা হচ্ছে।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মীদের আন্তরিকতার কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ধরে রাখতে কৃষকদের প্রণোদনা দেয়ার ওপর জোর প্রদান করেন। তুলা একটি পরিবেশবান্ধব ফসল হওয়ায় এটি সম্প্রসারণের জন্য তিনি তুলা বিভাগের কর্মীদের আরও নতুন নতুন এলাকা সম্প্রসারণের জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কৃষক মিডিয়াকর্মী এবং কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

বোরোর নাবী জাত বিনাধান-১৪ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

২১/৫/২০১৭ তারিখে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলাধীন মুবাছড়ি ইউনিয়নের মহামুনীপাড়ায় বিনাধান-১৪ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহালছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু বিমল কান্তি চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ তরুণ ভট্টাচার্য, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, বিনা খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্রের এসও এবং ইনচার্জ সুশান চৌহান। মাঠ দিবসে সভাপতিত্ব করেন মহালছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. নাদিম সারওয়ার। বিনার এসও, রিগ্যান গুপ্তের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিকাজে পারদর্শী হতে হলে আমাদের শিক্ষিত হতে হবে; না হলে গতানুগতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পারব না। মুবাছড়ির কৃষকদের মধ্যে বিনাধান-১৪ ভালো সাড়া জাগিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উপপরিচালক তরুণ ভট্টাচার্য বলেন, কৃষকেরা কোনো প্রকার সার প্রয়োগ করেননি তাতেই শস্য কর্তনে বিনাধান-১৪ এর গড় ফলন ৪.০ টন/হেক্টর পাওয়া গেছে। তা ছাড়া জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন হওয়াতে দেরিতে চারা রোপণ করলেও অন্যান্য ধানের সাথে একসাথে কাটা যায়। তিনি কৃষকদের বীজ সংরক্ষণ করে পরে ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতটি চাষাবাদের পরামর্শ দেন। তাছাড়া মুবাছড়িতে বিনাধান-১৪ এর বীজ সরবরাহের জন্য তিনি বিনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সিসিটিএফের পিডি ড. মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিনাধান-১৪ একটি উপযোগী জাত। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষকেরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ব্যাপারে তিনি কৃষকদের সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনার পরামর্শ দেন।

বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সুশান চৌহান জানান, মুবাছড়ি প্রকৃত পক্ষে বছরের অর্ধেক সময় কাপ্তাই হ্রদের পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। শীতে শুষ্ক মৌসুমে হ্রদভুক্ত জমিগুলো ভেসে ওঠে পানিতে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন, ডিএই ও বিনার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৫০০ কেজি বিনাধান-১৪ এর বীজ ১০০ জন কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কৃষকেরা নিজেরাই জাতটি আবাদ করে বুঝতে পেরেছেন যে, দেরিতে ভেসে ওঠা জমিগুলোর জন্য জাতটি উপযুক্ত। তাছাড়া অন্য ধান যে সময় পাকে বিনাধান-১৪ একই সময় পাকার কারণে একসাথে কাটা যায়। পরে মুবাছড়ির কৃষকেরা জাতটির আবাদ অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা করেন। কৃষক মাঠ দিবসে মুবাছড়ির প্রায় ১২০ জন কৃষাণ-কৃষাণী, সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বোরোর নাবী জাত বিনাধান-১৪ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহালছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু বিমল কান্তি চাকমা

রাজধানীতে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দিয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে। প্রচলিত ফলের উন্নয়নের মাধ্যমে ফলের সরবরাহ সারা বছর নিশ্চিতকরণে কৃষির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, আমরা আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম স্থানে আছি। অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে লিচুর দীর্ঘ জীবনকালের জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমরা দেশের চল্লিশ ভাগ ফলের উৎপাদন ৮ মাসব্যাপী করতে সক্ষম হয়েছি। যা আগে ছিল মাত্র ৪ মাসব্যাপী। দেশের ফলের উৎপাদন আরও বাড়াতে প্রযুক্তির দিকে আমাদের বেশি নজর দিতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী পুষ্টি চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কাঁঠালকে জাতীয় ফল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কাঁঠাল এমন একটি ফল, যার কোনো অংশই বাদ দেয়া যায় না। কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে ব্যবহার ও বিদেশে রপ্তানির বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে অতিথিবৃন্দ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর উদ্বোধন করেন এবং স্টল পরিদর্শন করেন। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ উপলক্ষে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে 'খাদ্য, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেশি ফলের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. কুদরত-ই-গণী।

অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নির্মিত বাংলাদেশের ফল শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জনগণের মধ্যে দেশীয় ফল বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'কৃষিকথা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ বেতার ও টেলিভিশনে ফলদ বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে ফলের চারা/কলম বিতরণ, সেমিনার, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসব।

ঝালকাঠিতে কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন করেছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ কৃষি আধুনিক রূপান্তরে পরিণত হয়। দেশে এখন কোনো মঙ্গা নেই। তিনি বলেন, ছিয়ানব্বই সালে ৪০ লাখ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি নিয়ে আমরা দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সে সময় অতি খরা, আটানব্বইর ভয়াবহ বন্যা সত্ত্বেও ২০০০ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ২০১১ সালে আমরা খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে উপহার দেই। কিন্তু এরপর আগের মতো খাদ্যে ঘাটতি শুরু হয়। ২০০৯ সালে আবারো দেশ পরিচালনার সুযোগ এলে আমরা পুনরায় খাদ্যে উদ্বৃত্ত লাভ করি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ দেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বলেন, ইতোমধ্যে দেশে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তাই আমদানি নির্ভর না হয়ে দেশেই এসব যন্ত্রপাতির শিল্প গড়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি ভিয়েতনাম থেকে আমদানিকৃত খাটো জাতের নারিকেলের চারা কৃষকের মাঝে বিতরণ করেন। জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ সরদার মো. শাহ আলম, পুলিশ সুপার মো. জুবায়েদুর রহমান, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের পরিচালক ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, ডিএই উপপরিচালক শেখ আবু বকর ছিদ্দিক প্রমুখ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের অর্থায়নে ডিএই এ মেলার আয়োজন করে।

ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আঞ্চলিক কর্মশালা

- কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশীদ, কৃতসা, সিলেট

চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়ে) অধীনে গত ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ রোজ বুধবার অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়ে) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. শাহজাহান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. আবুল হাসেম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ড. মো. মামুন-উর-রশিদ, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। প্রধান অতিথির বলেন, ভালো বীজে ভালো ফসল। গুণগত মানের বীজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাগুলো মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন। কর্মশালায় গবেষণা, সম্প্রসারণ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট।

ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. নজরুল ইসলাম

এগ্রিকালচার মেশিনারি অ্যান্ড ক্রপ প্রোডাকশন টেকনোলজি প্রশিক্ষণ

–নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

এগ্রিকালচার মেশিনারি অ্যান্ড ক্রপ প্রোডাকশন টেকনোলজি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র (সিমিট) আয়োজিত 'এগ্রিকালচার মেশিনারি অ্যান্ড ক্রপ প্রোডাকশন টেকনোলজি' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ গত ৮ মে ২০১৭ তারিখে বরিশাল নগরীর সদর রোডের বিডিএস'র সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ। সিমিটের হাব কো-অর্ডিনেটর হীরালাল নাথের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ওহাব, ডিএইর কৃষি প্রকৌশলী মো. মশিউর রহমান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি এস এম নাহিদ বিন রফিক, সিমিট-আইডি বাংলাদেশের ম্যানেজার (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) মো. মিজানুর রহমান, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার মো. এলানুজ্জামান কুরাইশি প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর যাও পাওয়া যাচ্ছে শ্রমের মজুরি অধিক হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ। যে কারণে কেউ কেউ চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এ থেকে উত্তোরণের জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের বিকল্প নেই। এতে শ্রম, সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। শস্যের অপচয়ও কমে। এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণে ভোলা জেলার ২০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে ব্রি ধান৫৯ এর নমুনা কর্তন অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

ব্রি ধান৫৯ এর নমুনা ফসল কর্তনের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম

চাষি পর্যায়ে ধান, পাট ও গমবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় গত ১৬ মে ২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার রংপুর মেট্রো এলাকার রাজেন্দ্রপুর ব্লকের পশ্চিম গোপীনাথপুর গ্রামে ব্রি ধান৫৯ এর নমুনা ফসল কর্তনের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ স ম আশরাফ আলী, মিঠাপুকুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. খোরশেদ আলম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড. মো. সাইখুল আরিফিন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মল্লিকা রানী, ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অরুন কুমার রায়, মো. আল আমিন প্রমুখ।

প্রদর্শনী কৃষক ও সফল কৃষি উদ্যোক্তা মো. নুরনবী জানান, নমুনা কর্তনে তিনি হেক্টরপ্রতি শুকনা ধানে প্রায় ৬.৪৬ টন ফলন পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন পার্শ্ববর্তী জমিতে ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ থাকলেও তার জমিতে কোনো আক্রমণ হয়নি। প্রধান অতিথি বলেন, এ বছর প্রচলিত ব্রি ধান২৮ এ ব্লাস্ট রোগের বেশ প্রকোপ থাকলেও ব্রি ধান৫৯ জাতে এ রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। ধান পাকতে ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৫-৭ দিন বেশি লাগলেও বিঘাপ্রতি ৪-৫ মণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, যে মাটিতে ব্রি ধান২৮ বা ২৯ হয় সে মাটিতেও এ জাত ভালো ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের চাল সাদা, মাঝারি মোটা ও খেতে সুস্বাদু। মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি প্রদর্শনী কৃষক মো. নুরনবীকে এ জাতের বীজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে আগামী মৌসুমে প্রতিবেশী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য অনুরোধ জানান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মতিউরের মনামিনা কৃষি খামারে ঝুলছে থোকায় থোকায় মাল্টা

–তুষার কুমার সাহা, কৃতসা, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মনামিয়া কৃষি খামারে সাফল্যজনকভাবে মাল্টা চাষ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (এনসিডিপির) আওতায় সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নের জামতলায় 'মনামিনা কৃষি খামার' এর ২ বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলক বারি মাল্টা-১ জাতের ২০০টি চারা রোপণ করে সফল হয়েছেন মাল্টা চাষি মতিউর রহমান। চারা লাগানোর ২ বছর পর থেকে বাগানের মাল্টা গাছে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা ফল। ইতোমধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি বিভাগের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. মুনজুরুল হুদা ও জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. শামস্-ই তাবরিজ মতিউরের মাল্টা বাগান পরিদর্শন করেছেন। কর্মকর্তাগণ বাগানের মাল্টা ফলে মাছি পোকার আক্রমণ রোধে ফ্রুট ব্যাগিং করার পরামর্শ দেন। ফল ধরার শুরু থেকে এবার প্রায় ফলে ফ্রুট ব্যাগিংসহ অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে বাগানের মাল্টা ফলগুলো হলুদ রঙ ধারণ করবে বলে আশা করেন।

মতিউর রহমান জানান, কৃষি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক পরামর্শ, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সঠিক যত্ন-পরিচর্যায় এবার একেকটি গাছে দুইশতাধিক মাল্টা ধরেছে যা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংগ্রহ করে তা বাজারজাত করা যাবে। তিনি আরো জানান, গতবারের মাল্টাগুলো ছিল দারুণ রসালো এবং বাজারে আমদানিকৃত যে কোনো মাল্টার চেয়ে বেশি মিষ্টি। তার নিরলস প্রচেষ্টায় মাল্টা চাষের কলাকৌশল ছড়িয়ে পড়েছে বরেন্দ্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। যেখানে মরু এলাকা হিসেবে পরিচিত বরেন্দ্র অঞ্চল ধান ছাড়া তেমন কিছু হতো না, সেখানে বরেন্দ্রের রুক্ষ লাল মাটিতে মাল্টা ফল বাগানের পাশাপাশি আম, পেয়ারা, লিচু, লেবু, সফেদাসহ প্রায় ১২ রকমের ফলগাছ রোপণ করে সেখানে একটি খামার গড়ে তুলেছেন। তার খামারে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা ও মাল্টার চারা কলম তৈরি করে বিক্রি শুরু করেছেন। তার সাফল্য অনুসরণ করে দূর-দূরান্ত এলাকার অনেক বৃক্ষপ্রেমী মাল্টা চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। গত বছর তিনি বৃক্ষরোপণে ব্যক্তিপর্যায়ে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ঢাকার কৃষি বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা 'মনামিনা কৃষি খামার' ও মাল্টা বাগান পরিদর্শন করে বাগানের মাল্টা ফলকে এ অঞ্চলের একটি সম্ভাবনাময় ফল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক হিসেবে ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম এর যোগদান

কৃষিবিদ ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম ২৪ মে ২০১৭ কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এর আগে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের সপ্তম ব্যাচের (১৯৮৫) একজন কর্মকর্তা। তিনি ১ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে বিষয়বস্তু কর্মকর্তা হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রথম সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরদুঃখিয়া ইউনিয়নের বিষকাটালী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মরহুম আলহাজ জবেদ উল্যাহ ভূঁইয়া এবং মা মরহুমা ফয়জুন নাহার ভূঁইয়া। তিনি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে সম্মান বিএসসি এজি (অনার্স) এবং ১৯৮৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে চাকরিকালে ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত, সৌদি আরব গমন করেন। তিনি একজন সুলেখক। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশের অধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ হলো ডুবুরি মরে জলে ডুবে, আয়েশি বন্দরে কবিতার নোঙর, কল্প কৌটায় গল্প গন্ধি, কল্প বাঁশির কান্না হাসি, গল্পগ্রন্থ সুবর্ণ গ্রাম, কৃষি সাংবাদিকতা, ফল, ফলসম্ভার। আরও কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং ম্যাগাজিনে তার সহস্রাধিক প্রবন্ধ, তথ্যপ্রযুক্তি সংবলিত কৃষিবিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২০১০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. সেলিম আল দীন এবং ড. আফসার আহমেদ এর তত্ত্বাবধায়নে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার তত্ত্বাবধানে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত জনপ্রিয় প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি পরিচালনা ও নির্দেশনা দিচ্ছেন। তিনি কৃষি মিডিয়া ও কমিউনিকেশনের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলের নিয়মিত উপস্থাপক, বক্তা, মডারেটর, মেনটর ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন তালিকাভুক্ত গীতিকবি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ব্যানানা আম

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা শাহীন সালাউদ্দিন জানান, বাজারে প্রচুর চাহিদা থাকায় দিন দিন বিক্রয় বাড়ছে এই জাতের চারার সংখ্যা। সাধারণত জুন মাসের পর থেকে দেশের বাজারে ভালো জাতের আমের প্রাপ্যতা যখন কম থাকে তখন এই জাতের আম পাকে। আর এই আম জুলাই মাস থেকে আগস্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত পাড়া যায়। তিনি আরো বলেন, বিদেশে রপ্তানিযোগ্য নাবি জাতের এই আমের চাহিদা ও বাজারমূল্য পাবার আশায় বাণিজ্যিকভাবে এই আমের চাষ নিয়েও এই সেন্টারটি যথেষ্ট আশাবাদী।

কৃষি সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা

–মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

গত ০৬/০৫/২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের আয়োজনে ডিএই সিলেটের উপপরিচালকের সম্মেলন কক্ষে সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই আলোচনায় ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট। ওই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর; কৃষিবিদ ড. মো. আমজাদ হোসেন, মহাপরিচালক, বিএসআরআই; কৃষিবিদ জনাব ড. শাহজাহান কবীর, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি, গাজীপুর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্য দফতরের কর্মকর্তারা।

সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যাসহ সিলেট অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ ড. মামুন-উর-রশিদ, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। পরে কৃষি কার্যক্রম উপস্থাপনার ওপর সচিব মহোদয় মাঠপর্যায়ের অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সচিব মহোদয় বলেন, সিলেট অঞ্চলের পতিত জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো করে থাকতে দিতে হবে তা না হলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে কয়েকগুণ। হাওরাঞ্চলে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। অন্যান্য দফতরের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

এ আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ জনাব মো. গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আলোচনা ও মতবিনিময় সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষিবিদ জনাব মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট।

সিলেটের আয়োজনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সবার দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সাথে আলোচনায় ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ওবিতরণের কর্মশালা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

উৎপাদন কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কারিগরি সেশনে খুলনা অঞ্চলের সব জেলার প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খুলনা ও যশোর অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হর্টিকালচার সেন্টার, বিএডিসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীসহ মৌচাষি ও সফল চাষিরা উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি কর্নার ঃ জামরুল

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

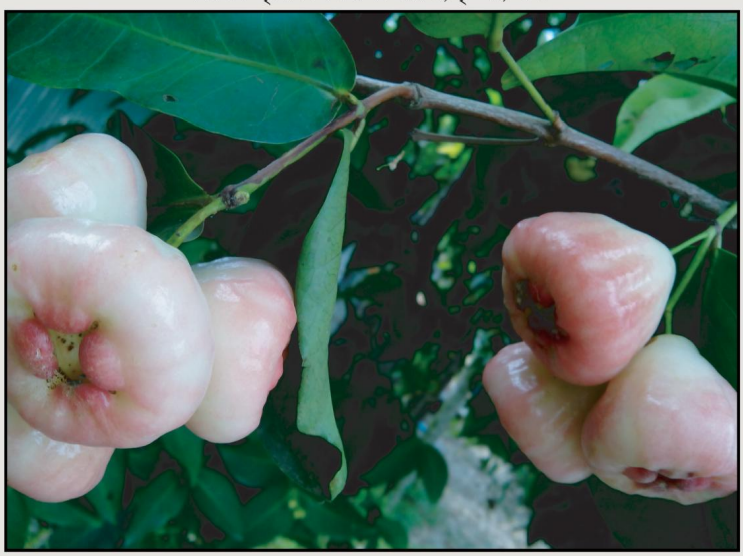

জামরুল একটি ক্যারোটিন ও ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম জামরুলে জলীয় অংশ ৮৯.১ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৮.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৪১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৩ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। জামরুল বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা নিবারণে উপকারী। দেশে জামরুলের সাদা ও মেরুন বর্ণের ফল জন্মে থাকে। চাষাবাদের জন্য উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে রয়েছে বারি জামরুল-১, বারি জামরুল-২ ও বাউজামরুল-১, বাউজামরুল-২, বাউজামরুল-৩। বাংলাদেশের সর্বত্র জামরুল উৎপাদন হয়। মূলত ফল হিসেবেই জামরুল ব্যবহৃত হয়। ইদানীং রঙিন জামরুল দিয়ে কেউ কেউ জ্যাম, জেলি তৈরি করছেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ব্যানানা আম

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

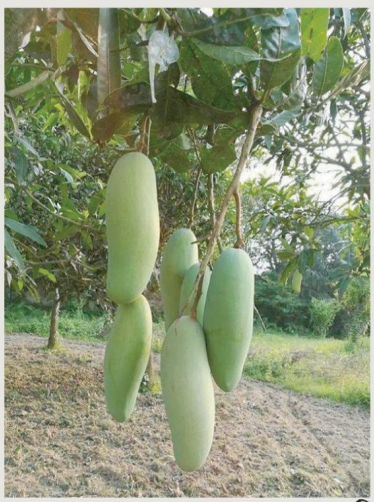

আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে থাইল্যান্ড থেকে আসা ব্যানানা আম নামের নতুন জাতের আম । এই আমটি স্বাদ, গন্ধ এবং সময় বিবেচনায় খুব আশাব্যঞ্জক। এ ছাড়া এটি নাবি জাতের এবং বিদেশে রপ্তানিযোগ্য হওয়ায় এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক ড. সাইফুর রহমান জানান, এবার আমের রাজধানী চাপাইনবাবগঞ্জে শত শত জাতের আমের মাঝে এখন এটি একটি জনপ্রিয় জাত। নাবি জাতের এই আমের আকার কলার মতো লম্বা হওয়ার জন্য মূলত একে ব্যানানা আম বলা হয়। এটি দেখতে আকর্ষণীয়, স্বাদে ও গন্ধে অনন্য। এটি পাকলে কমলা হলুদ হয় এবং রোদের আলোতে এর রঙ সিঁদুরের রঙ ধারণ করে। পাকা অবস্থায় এই আমের ওজন সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম। এ ছাড়া এই জাতের চাষ পদ্ধতি সহজ। একে যে কোনো স্থানে যেমন ছাদে পতিত জায়গায়, বাড়ির আশপাশে চাষ করা যায়। তিনি আরো বলেন, এই জেলাতে এখন প্রায় ৩ হাজার চারা মাঠে রোপণ করা হয়েছে এবং সামনে আরও চারা বিক্রয় করা হবে। (৬নং পৃষ্ঠার প্রথম কলামে)

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন (Hortex Foundation)

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, কৃতসা, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে বৈদেশিক বাজারে উদ্যান ফসল (তাজা শাকসবজি ও ফলমূল) উন্নয়ন ও রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ১৯১৩ ধারা ২৬ এর অধীনে একটি সেবাধর্মী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই ফাউন্ডেশন গুণগত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তাজা ও হিমায়িত শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎপাদক, উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের সেবাধর্মী সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই সহায়তা প্রধানত রপ্তানি বাজারে চাহিদানুযায়ী পণ্যের গুণগতমান রক্ষায় ও ভোক্তা সাধারণের সন্তুষ্টি সাধনে উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য/অগ্রগতি-

- হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানির পরিমাণ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ২৪৬৭০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রায় ৬২৭৩০ টন হয়েছে এবং বর্ণিত সময়ে রপ্তানি আয় প্রায় ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
- আলু রপ্তানির পরিমাণ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মাত্র ৪০৭ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৯৪,৬১৪ মে. টন হয়েছে এবং বর্ণিত সময়ে রপ্তানি আয় ০.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
- প্রায় ১৫৫০ টন হিমায়িত সবজি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছে। হিমায়িত শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানির পরিমাণ ২০১০-১১ অর্থবছরে ২০০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ৩৫০০ টন হয়েছে। যার মূল্য প্রায় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- প্রায় ৪৪ ধরনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৩১৯০০ টন বিশ্বের ৭৫টি দেশে রপ্তানি হয়েছে। যার রপ্তানি মূল্য/আয় ১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- হর্টেক্স ফাউন্ডেশন চুক্তিভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্য সংযোজিত পণ্য হিসাবে ইতোমধ্যে প্রায় ৮২০ টন Canned Pineapple, Baby Corn, Aloevera (ঘৃতকুমারী), মাশরুম পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে চীন, তাইওয়ান, হংকং, ভিয়েতনাম এ রপ্তানি করেছে;
- হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অর্থায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ১৫৫ টন আম যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হয়েছে;
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে লেবু রপ্তানি ২০০৮ থেকে প্রায় ২০১১ সাল পর্যন্ত সাইট্রাস ক্যাঙ্কার রোগের জন্য বন্ধ ছিল। পরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণা কার্যক্রম ও ট্রায়াল শিপমেন্ট পরিচালনা করে এবং ২০১১ এর নভেম্বর থেকে তিন বছর পর পুনরায় লেবু রপ্তানি শুরু করতে সমর্থ হয়;
- রপ্তানি উপযোগী শাকসবজি ও ফলমূলের ২০টি মাঠ প্রদর্শনী, ২৫টি কৃষক ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৯৯৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২৬টি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, ৭টি বার্ষিক ডায়েরি, ৫টি বুকলেট ছাপানো হয়েছে এবং তা কৃষক, রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি উদ্বুদ্ধকরণের কাজ চলমান রয়েছে;
- সরাসরি কৃষক বাজার সংযোগ তৈরির মাধ্যমে টমেটো সস ও কেচাপ উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হচ্ছে।

শেষ হলো তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল মেলা ২০১৭

– কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি

রাজধানীর খামারবাড়িতে তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ শেষ হয়েছে। 'স্বাস্থ্য পুষ্টি অর্থ চাই, দেশি ফলের গাছ লাগাই' এ প্রতিপাদ্যে ১৮ জুন ২০১৭ তারিখে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় এ আয়োজন সম্পন্ন করে। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. কুদরত-ই-গণী।

ফল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টল, ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রগতিশীল কৃষক, প্রতিষ্ঠান পর্যায় ও সর্বোচ্চ ফলদ বৃক্ষ রোপণকারী জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; কৃষিবিদ মো. শাহজাহান কবীর, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি, গাজীপুর এবং কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন গবেষণা, সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তারা, বেসরকারি উন্নয়ন কর্মী এবং উপকারভোগী কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ড. কামরুল হাসান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর এর পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য ও সিলেট অঞ্চল পরিপ্রেক্ষিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা), বারি, গাজীপুর। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি চাষের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বাড়ানোর কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো থাকতে দিতে হবে, নতুবা প্রকৃতি দ্বিগুণহারে প্রতিশোধ নেবে। তিনি হাওর অঞ্চলে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার আহ্বান করেন।

এ কর্মশালায় চারটি সেশনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ বিগত বছরের কৃষি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন যার অনেকগুলো জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি সিলেট অঞ্চলের পতিত জমির ব্যবহার ও ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। তা ছাড়া সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার উপপরিচালকের পক্ষ থেকে নিজ নিজ জেলার বিগত বছরের কৃষি সম্প্রসারণে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের তথ্য, কৃষকের মাঠে প্রযুক্তি স্থাপন, ফলন, সমস্যা ও সুপারিশমালা প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, ওই কর্মশালার মূল বিষয়গুলো তথা উদ্ভাবিত টেকসই প্রযুক্তি, সফল আলোচনা, প্রস্তাবনা, সমস্যা ও সুপারিশমালা প্রভৃতির তথ্যাবলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

পাঁচ দিনব্যাপী পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

১৭ মে ২০১৭ তারিখ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সেচ ভবনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব বি এম এনামুল হক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা উদ্বৃত্ত ফসলের দেশে পরিণত হয়েছি। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান পরিবার হতে সমাজের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পুষ্টির বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। আমাদের উৎপাদিত যে ফসল হচ্ছে এতে সুষম খাদ্য হিসেবে পুষ্টির মান বিভাজন করে গ্রহণ করার অভ্যস্ততা জরুরি হয়ে পড়ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) ও বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ, বারটানের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব এস এম শিবলী নজির ও বারটানের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ইকবাল মাহমুদ। বারটানের সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৩-১৭ মে ২০১৭ পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দফতর/সংস্থার ৯ম/তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণার্থীগণ পুষ্টি বিষয়ে লব্ধ জ্ঞান তাদের নিজ নিজ দফতরের আওতাধীন বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার ঘটাবেন। এতে সাধারণ জনগণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী, সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব বি এম এনামুল হক

সম্পাদক : কৃষিবিদ ডক্টর. মো. জাহাঙ্গীর আলম, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন,
কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত